কম্পিউটারের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ২০০২

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

গত ৫ বছর ধরে প্রতি বছরই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন কম্পিউটার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। তারপর প্রতি বছরই কম্পিউটার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রদের উৎসাহে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কনফারেন্সের সফল আয়োজন হচ্ছে। এবার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পৃষ্ঠপোষকতায় কনফারেন্সটির প্রথম দিনের ভেন্যু ছিল বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র এবং দ্বিতীয় দিনের ভেন্যু আইডিবি ভবন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন, তথ্য প্রযুক্তির সুফল দিয়ে দেশকে গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

এবারের কনফারেন্সে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষা প্রশাসক অধ্যাপক আতাউল করিম প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করে কনফারেন্সের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন এবং অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আতাউল করিম, অর্গানাইজিং চেয়ার অধ্যাপক মোজাম্মেল হক আজাদ খান, ইউনিডোর আঞ্চলিক পরিচালক ড. আছাফ এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ফিরদাউস আলী। বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর চারটি সমান্তরাল সেশনে অনুষ্ঠিত হয় টেকনিক্যাল সেশন। খুবই লক্ষ্যণীয় হলো স্নাতকপূর্ব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ যা সম্পর্কে অধ্যাপক আতাউল করিম ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রথম প্লেনারি সেশনের চেয়ার ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। তিনজন বিদেশী অধ্যাপকের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এই সেশনে। তারপর বাংলা প্রসেসিং অ্যালগরিদম, সফটওয়্যার সিস্টেম, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স এবং অন্যান্য শিরোনামের ১৮টি সেশনে সর্বমোট ১১৭টি পেপার উপস্থাপিত হয়। এই গবেষণা প্রবন্ধগুলোর লেখক যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঠিক তেমনি ছিল ইস্ট ওয়েস্ট, দারুল ইহসান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে। তথ্য প্রযুক্তির লোভনীয় ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলাদেশের শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রদের গবেষণার প্রতি এই অঙ্গীকার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং প্রশংসনীয়। আমাদের এই আয়োজনে উৎসাহ জুগিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের মেধাবী ছাত্র এবং শিক্ষক বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিচালক ড. মোহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ, ড. রুহুল আমিন সরকার, ড. জোয়ার্দার কামরুজ্জামান, লয়োলা মেরিমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাজমুল উলা এবং আরো অনেকে। আমাদের এই কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষাবিদদের সঙ্গে দেশের শিক্ষাবিদ গবেষকদের মধ্যে সহযোগিতার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এবার কনফারেন্সে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গত বছরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষক, ছাত্র, গবেষকরা অনেক বেশি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ঘটনা। আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই সকল গবেষণা প্রবন্ধের অনেকগুলোই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ পাবে।

এবার কনফারেন্সে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গত বছরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষক, ছাত্র, গবেষকরা অনেক বেশি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ঘটনা। আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই সকল গবেষণা প্রবন্ধের অনেকগুলোই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ পাবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করাতেই একটি গবেষণা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। গবেষণা কর্মের উৎকর্ষ অর্জনের জন্য এবং দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালগুলোতে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করা উচিত অবশ্যি এই কনফারেন্সের যথাযথ উদ্ধৃতিসহ। এর ফলে আমাদের এই কনফারেন্সটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসনীয় স্বীকৃতি পাবে। অবশ্য আমাদের কনফারেন্সে উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধগুলো যাতে পরিমার্জিত এবং পরিশোধিত হয়, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয় এজন্য আমরা বিভিন্ন রকম পুরস্কার প্রবর্তনের কথাও চিন্তা করছি। মোটের উপর এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নিয়মিত এবং উন্নতমানের আয়োজনের মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশের গবেষণার সংস্কৃতি তৈরি হয় সে বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন এবং আশাবাদী। টেকনিক্যাল সেশনগুলোর সেশনচেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের প্রবীণ এবং বিদেশী অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকগণ।

এবারের কনফারেন্সে পাঁচটি মূল বক্তব্য ছিল। অধ্যাপক আতাউল করিমের বিষয়বস্তু হলো অপটিক্যাল এসোসিয়েটিভ মেমরি, কানাডার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী অধ্যাপক এরিক ম্যানিং মাল্টিমিডিয়া সার্ভারের ইউটিলিটি মডেল নিয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া জাপানের তহুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাকামুরা মোশনের আর্কিটেকচার নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। যুক্তরাজ্যের অধ্যাপক হ্যারিস বললেন বাংলাদেশে বায়োইনফরম্যাটিক্সের সম্ভাবনা নিয়ে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ই-কমার্সে বাংলাদেশের সম্ভাবনা শীর্ষক মূল বক্তব্য প্রদান করেন। অন্য গবেষণা প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক নানা বিষয় উঠে এসেছে।

এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের নিয়মানুযায়ী কনফারেন্সেই পরবর্তী আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঘোষণা করা হয়। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। আজ থেকে ৪ বছর আগে যখন পরবর্তী আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় হতে কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতো না। এখন তার অনেক পরিবর্তন। এবারো বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আমরা নিশ্চিত প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইসিসিআইটি-২০০৩ যথাযথভাবেই আয়োজন করতে পারতো। সিদ্ধান্ত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে এই আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। আশা করি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মতো প্রশংসনীয়ভাবে এই আয়োজন করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এবার কনফারেন্সে শুধু একটি সুন্দর এবং বড়ো কনফারেন্স প্রোসিডিংসই তৈরি হয়নি এর সঙ্গে একটি সিডিও তৈরি করা হয়েছে যাতে সবগুলো গবেষণা প্রবন্ধও যেমন আছে ঠিক তেমনি আছে আমাদের এই কনফারেন্সের ইতিহাস, যা আশা করি আগামীদিনগুলোতে আমরা পরিবর্তনে তৎপর হবো না। এবার প্রায় একই সময়ে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংও অনুষ্ঠিত হলো, এখানেও অনেক প্রবাসী এবং বিদেশী অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেছেন।

কনক্লুডিং সেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান। এই কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং ছাত্রদের মধ্যে গবেষণার প্রতি অনুরাগ এবং অঙ্গীকার বৃদ্ধি পাক এই কামনা করি।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

ভোরের কাগজ
তারিখ ... 29 DEC 2002